মাধ্যমিকে ৯৯ শতাংশ পাঠ্যবই ছাপা বাকি

বছরের শুরুতে এবারও বই পাবে না শিক্ষার্থীরা

আসিফ হাসান কাজল

প্রকাশিত: ০১:০৮, ৫ নভেম্বর ২০২৫

আগামী বছরেও পাঠ্যবই নিয়ে বিপাকে পড়েছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

চলতি বছরের মত আগামী বছরেও পাঠ্যবই নিয়ে বিপাকে পড়েছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। বছরের শেষ প্রান্তে এসেও মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যবইয়ের মুদ্রণের কাজ সেভাবে শুরুই করতে পারেনি। সে কারণে আগামী বছরের শুরুতে শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেওয়া নিয়ে নতুন করে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এনসিটিবি কর্মকর্তারা জানান, নভেম্বরের শুরুর সময় এসে এখন পর্যন্ত মাধ্যমিকের ১ শতাংশ পাঠ্যবই ছাপানো হয়েছে। অনেক ছাপাখানা এখন পর্যন্ত কাজ পেয়েও চুক্তি করেনি। ফলে নির্ধারিত সময়ে এবারও পাঠ্যবই মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হবে না। এ পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা মার্চ নাগাদ বই পেতে পারে।

মঙ্গলবার সরেজমিন এনসিটিবি ভবনে ছাপাখানা মালিকদের

আনাগোনা দেখা গেছে। তারা বলছেন, পুনঃদরপত্র, নানা শর্ত বই ছাপার কাজকে ধীরগতি করেছে। এমন চলতে থাকলে মার্চ-এপ্রিলে শিক্ষার্থীরা বই পাবে কী না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে তাদেরও। এদিন কিছু প্রেস মালিককে চুক্তি করতে দেখা যায়। তারা জানান, ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যবই মুদ্রণ ও বিতরণ কার্যক্রমে নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও মাধ্যমিক পর্যায়ে কাজের অগ্রগতি মোটেও সন্তোষজনক নয়। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে অগ্রগতি আশাব্যঞ্জক।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) সূত্র জানায়, মাধ্যমিকের জন্য মোট ২১ কোটি ৪৩ লাখ ৩০ হাজার ৩০০ কপি বই ছাপানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে নবম শ্রেণির বইয়ের সংখ্যা ৫ কোটি ৭০ লাখ ৬৮ হাজার ২৮ কপি, যা ২৩৪টি লটে ভাগ করা হয়েছে। চুক্তির পর ৭০ দিনের মধ্যে এই বই ছাপা শেষ করার সময়সীমা দেওয়া হলেও এখন পর্যন্ত ১ কোটি ৫১ লাখ ৭৪ হাজার ফর্মা ছাপানো হয়েছে। আর বাইন্ডিং (বাঁধানো) সম্পন্ন হয়েছে মাত্র ২ লাখ ৫৪ হাজার কপি। অর্থাৎ মাত্র এক শতাংশ। বর্তমানে ২২১টি লটে কাজ চলছে, ১৩টি লট নন-রেসপনসিভ থাকায় পুনঃদরপত্রে পাঠানো হচ্ছে।

এনসিটিবি জানায়, নবম শ্রেণির বইয়ের নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড (নোয়া) জারি হয়েছে ২৭ অক্টোবর। নোয়ার পর ছাপাখানা মালিকরা চুক্তির জন্য ২৮ দিন সময় পান। নির্ধারিত সময়ে চুক্তি করলেও ছাপানো শুরু করতে ডিসেম্বর যাবে। এরপর ছাপানোর জন্য এনসিটিবি আরও ৫০ দিন সময় দিয়েছে তাদের। এতে জানুয়ারি মাস তারা ছাপানোর জন্য পাবেন। এছাড়াও বই বাঁধায়, ট্রাকে জেলা-উপজেলায় পৌঁছে দিতেও অনেক সময় লেগে যায়। অন্যদিকে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম পর্যন্ত তিন শ্রেণির পাঠ্যবই ছাপার কার্যক্রম শুরু হয়নি এখনো।

এরমধ্যে ষষ্ঠ শ্রেণিতে বই সংখ্যা ৪ কোটি ৪৩ লাখ, সপ্তম শ্রেণিতে ৪ কোটি ১৫ লাখ, এবং অষ্টম শ্রেণির জন্য ৪ কোটি ২ লাখ ৬৯৮ কপি আগামী বছরের জন্য ছাপানো হবে। এই তিন শ্রেণিতে মোট প্রায় সাড়ে ১৩ কোটি বই মুদ্রণের পরিকল্পনা রয়েছে। প্রতিটি শ্রেণিকে ১০০টি লটে মোট ৩০০ লটে কাজ করা হয়েছে। তথ্য অনুযায়ী, মোট ১০৩টি প্রতিষ্ঠান কাজ পেয়েছে। এনসিটিবি কর্মকর্তারা জানান, এখনো নোয়া হয়নি। চুক্তি ও ছাপার কাজ শুরু করতেও সময় লাগবে। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে তুলনামূলকভাবে ভালো অগ্রগতি দেখা গেছে। সেখানে ৭৪ দশমিক ৫৭ শতাংশ বই ইতোমধ্যে প্রস্তুত রয়েছে।

অন্যদিকে ছাপাখানা মালিকরা জানান, আগামী বছরের শুরুতে নির্বাচন ও এর প্রভাবে মুদ্রণ শ্রমিক পাওয়া কষ্টসাধ্য হবে। অনেকেই এই কাজের চেয়ে নির্বাচনী প্রচারে বেশি আগ্রহ দেখাবে। এতে পাঠ্যবই ছাপার গতিতে প্রভাব পড়বে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বই মুদ্রণ শেষ করতে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। এরই মধ্যে একাধিক প্রেসে অভিযান চালিয়েছে এনসিটিবি। কিছু প্রেসমালিককে কারণ দর্শানো ও নি¤œমানের বইয়ের জন্য ফর্মা ও পাঠ্যবই কাটা হয়েছে। এছাড়াও অধিকাংশ ছাপাখানায় সিসিটিভি ক্যামেরায় নজরদারি করা হচ্ছে। তবে গত বছরও পাঠ্যবই ছাপায় অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ ছিল এনসিটিবির বিরুদ্ধে। গত মাসেও দুদক প্রতিষ্ঠানটিতে অভিযান চালায় এবং দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়ার সত্যতা জানায়।

এনসিটিবি সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) প্রফেসর ড. রিয়াদ চৌধুরী জনকণ্ঠকে বলেন, কিছু দুষ্ট ছাপাখানা নিয়ে বিপাকে রয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। নিয়মিত অভিযানের পরও বইয়ের রঙ পরিবর্তন, বাঁধাইয়ে ত্রুটি ও কাগজের

হেরফের করছেন। বছরের শুরুতে পাঠ্যবই শিক্ষার্থীরা পাবে কী না এমন প্রশ্নে তিনি জানান, প্রাথমিকের শতভাগ বই জানুয়ারির প্রথম দিনেই শিক্ষার্থীরা পাবে। তবে মাধ্যমিক নিয়ে কিছু চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে। আমরা সেটি কাটানোর চেষ্টা করছি। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় ও ছাপাখানা মালিকদের সঙ্গে একাধিক বৈঠক করে বিশেষ নির্দেশনার কথাও জানান তিনি।

দরপত্র নিয়ে মন্ত্রণলালয়ের কালক্ষেপণ ও ধীর সিদ্ধান্ত এমন পরিস্থিতি তৈরি করেছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। মুদ্রণ শিল্প সমিতির সাবেক সভাপতি তোফায়েল খান মনে করেন, আগামী বছরের জানুয়ারিতে মাধ্যমিকের পাঠ্যবইয়ের ঘ্রাণ শিক্ষার্থীরা পাবে না। কারণ এই বইয়ের আকার বেশ মোটা। এতে এই বই ছাপানো ও বাঁধাইয়ে সময় লাগবে বেশি। আবার কাগজ বেশি লাগার কারণে এক ধরনের কৃত্রিম সংকট তৈরি করা হতে পারে।

এ বিষয়ে তার ব্যখ্যা হলো- দেশের কাগজ মিলগুলোতে এখন কোনো পাল্প নেই। এটি পুরোটাই আমদানি নির্ভর। ছাপাখানা মালিকরা ব্যাংক ঋণ নিয়ে কাজ করে থাকেন। একযোগে কাজ শুরু হলে সংকট তৈরি করা হবে। এছাড়াও শেষ সময়ে মান খারাপ করার প্রবণতাও বাড়বে। এ বিষয়ে সরকারকে বিশেষ নজর দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।